প্রথম আলো

তারিখ 21 MAR 2015
পৃষ্ঠা 20 কলাম ১

অভিজিৎ রায় হত্যা

বুয়েটের এক শিক্ষককে সন্দেহ বাবার, তদন্তে অগ্রগতি নিয়ে হতাশা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বিজ্ঞানমনস্ক লেখক ও মুক্তমনা ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ রায় হত্যার ঘটনায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) এক শিক্ষককে সন্দেহ করছেন তাঁর বাবা অধ্যাপক অজয় রায়। তিনি বলেছেন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের কয়েকজনের সংশ্লিষ্টতাসহ হত্যাকাণ্ডের দিনে নিজ অনুসন্ধানের সার্বিক চিত্র গোয়েন্দা সংস্থার কাছে তুলে ধরেছেন তিনি। এর পরও প্রায় এক মাসে তদন্তে কোনো অগ্রগতি না থাকায় তিনি হতাশ।

গতকাল শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার মিলনায়তনে 'অভিজিৎ রায়ের হত্যাকারীদের ক্ষমা নেই' শীর্ষক নাগরিক সমাবেশে এসব কথা বলেন অজয় রায়। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বই প্রকাশনা উৎসবে অভিজিৎ ও তাঁর স্ত্রীর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত অবস্থান এবং হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে নিজের অনুসন্ধানের চিত্র তুলে ধরেন তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক অজয় রায় বুয়েটের যে শিক্ষককে সন্দেহ করছেন, তিনি ফারসীম মান্নান। তবে ফারসীম বলেছেন, তাঁকে সন্দেহ করায় তিনি কষ্ট পেয়েছেন।

অজয় রায় বলেন, 'ফারসীম মান্নানের গতিবিধি ও তাঁর চরিত্র আমার কাছে প্রশ্নবিদ্ধ বলে মনে হচ্ছে। যিনি ফেসবুকের মাধ্যমে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আলোচনার ব্যবস্থা করেন। যাতে ১১ জন অতিথির মধ্যে অনাহূত চার-পাঁচজনের উপস্থিতি ছিল।' অনাহূত

বুয়েটের এক শিক্ষককে সন্দেহ বাবার

শেষ পৃষ্ঠার পর

ব্যক্তিরা ছাত্রশিবিরের উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের বুয়েটের ওই শিক্ষকই ডেকে আলোচনাস্থলে এনেছেন বলে অনাহূত ব্যক্তিরা বলেছে।

ঘটনার বর্ণনায় অজয় রায় বলেন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শুদ্ধস্বরের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সাড়ে ছয়টা থেকে সাতটা পর্যন্ত অবস্থান করেন অভিজিৎ ও তাঁর স্ত্রী বন্যা। সব শেষে অভিজিৎ বক্তব্য দেন। পরে ছায়াবীথি ও অবসর প্রকাশনীর মাঝখানে ত্রিপল বিছানো উন্মুক্ত জায়গায় বসে তারা। সেখানে রাত আটটা পর্যন্ত আলোচনা হয়। যেটা ফেসবুকের মাধ্যমে ফারসীম মান্নান আয়োজন করেন। জিরো টু ইনফিনিটি ও পাই নামের দুটি ম্যাগাজিনের লোকজন উপস্থিত ছিলেন। এই ম্যাগাজিন দুটি শিবিরের সার্ভার থেকে চালানো হয়। এর সম্পাদক শিবিরের ওপর মহলের সদস্য, নাম আবদুল্লাহ আল মামুন। ফারসীম মান্নান এর উপদেষ্টা। আবদুল্লাহ আল মামুন অনাহূত লোকদের গালাগাল করেন।

অজয় রায় বলেন, 'তোমাদের কারা আমন্ত্রণ করেছে?—এ প্রশ্নে অনাহূত ব্যক্তিরা দাবি করে, স্যার (ফারসীম মান্নান) তাদের ডেকেছেন। এরপর অভিজিৎকে দেখে তারা সেখান থেকে চলে যায়।' বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে অনুসন্ধান চালিয়ে পাওয়া এসব তথ্য গোয়েন্দা সংস্থাকে জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

কিছুটা হতাশা প্রকাশ করে অজয় রায় বলেন, সিআইডি ও ডিবিকে সবার নামসহ সার্বিক বিষয়টি জানানো হয়েছে। এরপর অনেক দিন, এক মাসের মতো সময় পার হতে যাচ্ছে, দৃশ্যত কোনো অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে হয় না। এফবিআই ইতিমধ্যে অনুসন্ধান শুরু করায় তাদের সহায়তা করারও আবেদন জানান তিনি।

অজয় রায়ের বক্তব্যের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে যোগাযোগ করা হলে ফারসীম মান্নান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ওই দিনের আড্ডা আমিই ডেকেছিলাম। সেদিন বুয়েটের চারজনসহ ১২ জন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমরা একে অপরকে চিনি। সবার ছবি ফেসবুকে দেওয়া আছে।' তিনি বলেন, 'আমি স্যারের (অজয় রায়) সঙ্গে ১৬ মার্চ দেখা করে আলোচনা করেছি। আমার মনে হয়েছে, ওনার সংশয় থাকলেও সেটা কেটে গেছে। এর পরও আমাকে জড়িয়ে যে কথা বলা হয়েছে, তাতে কষ্ট পেয়েছি, বিষয়টি দুঃখজনক।'

ফারসীম বলেন, তিনি ১৯৯৪ সাল থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে লেখালেখি করছেন। জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে তাঁর কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। ওই দিন তাঁর সামনে কাউকে গালাগালের ঘটনা ঘটেনি, এমন কিছু তিনি শোনেননিও।

নাগরিক সমাবেশে অভিজিতের বাবা আরও বলেন, 'উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে এফবিআই এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের বের করতে পারবে বলে আশা করি। সেই সঙ্গে তাদের মদদদাতা মৌলবাদী গোষ্ঠীর মুখোশও উন্মোচিত হবে।' আবেগাপ্লুত হয়ে তিনি বলেন, 'আমি ও আমার পরিবার মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। পিতার আগে পুত্রের মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর লাশ বহন করা আমার কাছে অত্যন্ত কঠিন। তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। অভিজিতের অনেক কিছু দেওয়ার ছিল, মৌলবাদী শক্তি তাকে বাঁচতে দিল না।'

ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তৃতা দেন সাবেক বিচারপতি এবাদুল হক, সাবেক ডেপুটি স্পিকার শওকত আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য নূহ উল আলম লেনিন, সিপিবির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সাংবাদিক আবেদ খান, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি সারোয়ার আলী, ব্যাংকার খোন্দকার ইব্রাহীম খালেদ প্রমুখ।

সমাবেশের শুরুতে গণসংগীত পরিবেশন করা হয়। এরপর প্রতিবাদপত্র পাঠ করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জিয়াউদ্দিন তারেক আলী এবং প্রতিবাদপত্রটি অভিজিতের বাবার হাতে তুলে দেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। 'চিন্তার জবাব যখন চাপাতি' শীর্ষক বক্তব্য তুলে ধরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস।

সভাপতির বক্তব্যে আনিসুজ্জামান বলেন, সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসকে পরাজিত না করতে পারলে বাংলাদেশ থাকবে না। মৌলবাদের সঙ্গে পরমত-অসহিষ্ণুতা ও সন্ত্রাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

শওকত আলী বলেন, শুধু রাষ্ট্রের ওপর ভরসা করে ওদের প্রতিহত করা যাবে না। নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, অভিজিৎকে হত্যা মুক্তিযুদ্ধের ওপর আঘাত। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, ১০-১৫ গজের মধ্যে পুলিশ থেকেও কেন কর্তব্য পালন করল না? তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?